তোমার মধ্যে আমি কে

কাজল কানন

তোমার মধ্যে আমি কে

জাগৃতি প্রকাশনী

কাজল কানন।। তোমার মধ্যে আমি কে
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১২
প্রকাশক: ফয়সল আরেফিন দীপন
জাগৃতি প্রকাশনী
৩৩ আজিজ সুপার মার্কেট
নিচতলা, শাহবাগ, ঢাকা- ১০০০
আলাপন: ৮৬২৪২১৮
কার্যালয়: ৪২/এ আজিজ সুপার মার্কেট
২য় তলা, শাহবাগ, ঢাকা- ১০০০
আলাপন: ৮৬২৪২১৮

প্রচ্ছদ: অমল আকাশ
মূল্য : ১২৫ টাকা

ISBN

মাতৃসম

রাবেয়া খাতুন

যার স্নেহবর্ষণে মাতৃগন্ধ পাই

০১.
শেষ হলো দ্বৈতভাবের মেলা
কেনা হলো মাটির এক ঘোড়া
সময়ের প্রৌঢ় টিউমার ঘিরে
যুগ্ম সংশয়ে ঘুরবো আমরা
এখানে তোমার দেহমোহের বাতাস

০২.
স্মৃতির বিলোড়নে ভরে গেছে দেহ
দূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছো কেহ

০৩.
তোমাকে ছুঁইলাম
বিষ লাগলো
তোমাকে ছুঁইলাম না
বিষ লাগলো
বুঝলাম না কোন্ শর্তে তুমি নির্বিষ!

০৪.
তোমরা বলো দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ হয় না
তাও হতে দেখলাম আমি
কত বহুগামী এ জীবন
জানে না অন্তর্যামী

০৫.
তোমার চোর-পুলিশ খেলায়
দ্বিতীয় শহীদ আমি
প্রথম শহীদ তোমারই মন

০৬.
পাখি নাই পাখি নাই শূন্যতা ঘিরে
মুখের ওপর রোদ নাচে
তুমি নাচো সংশয়ের তীরে
উঠে আসো ডাহুকের মতো
পড়ন্ত বিকেলের নরোম বিবরে
স্বপ্নের তন্তুছেঁড়া শিরে

০৭.
মহিমা ছড়িয়ে
বনে ফিরে গেছে কাঁটা
রক্ত ঝরবে না চিরদিন

০৮.
সে দিনের গল্প কোনোদিনই ফুরোবে না
যেদিন আমরা কিছুই বলিনি

০৯.
আকাশ নত হয়ে আসে
তোমার আনমনাপাশে
ঈষৎ আপত্তি পেয়ে
আপন বন্দরে ফিরে
তোমার নিরুদ্বেগ মুকুট পরে

১০.
স্বপ্ন সংশয় নিঃশর্ত ঘুমে
ঘুণাক্ষরে রচিত হয়
তোমার প্রণতি
যা কেবল ভুলে ভরা সাহারা

১১.
অবহেলাও এক ধরনের আহ্বান
যা তোমার মনকে ফাঁকি দেয়।

১২.
ঘুরছিলো রিকশার চাকা
চঞ্চল সন্ধ্যার ঢাকা
মৌন মুখর দীপায়ন
ছুঁয়ে গেছে অব্যক্ত মানে
এক থেকে আরেকটি মনে
পাখি গান গায়

১৩.
ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করে
পুরনো দালানের ছায়ায়
নদী নক্ষত্র গোধূলীর মহড়ায়
নাকের ইতস্তত ঘামবিন্দু
হেলেপড়া রোদে শুকোতে দেয়া বেগুনী শেমিজ

তারপর মিশে যাওয়া কুয়াশার গন্ধভরা বাতাসে

১৪.
রূপের অরূপ খুঁজতে এসে
পেয়ে গেলাম
তোমার সৃষ্টি তুমি
বিস্ময়ে ভরা বঙ্গভূমি

১৫.
আমি ঘুমের ঘোরে
ভ্রমের টিকিট কেটে ফেলেছি!

বৃষ্টির মতো ঝরছে তোমার চুল

১৬.
আগের মতোই চলছে
ভিক্ষুকের চঞ্চলতা ও জাতীয় মুদ্রানীতি
আজ শুধু বলা যাচ্ছে না
বাতাসে ভাসছে কার স্মৃতি!

১৭.
শুরুও হলো না শেষও হলো না
হলো একপ্রকার যাদু
সত্য নেই মিথ্যে নেই
আছে ব্যাকুলতার মধু

১৮.
জ্যৈষ্ঠের পঁচিশে
দেখতে গেলাম
লাল টুকটুকে কৃষ্ণচূড়া

দেখলাম
সুড়ঙ্গের ভিতর
নিয়ে চলছে
এক প্রাণ ভ্রমরা

১৯.
হেঁটেছি অনেক পথ
দেখেছি স্মৃতি ও বিভূতির খেলা
মন ছুঁয়ে গেছে জারুল কৃষ্ণচূড়া
পৃথিবী ছেয়ে গেছে প্রতিকারে
কোথাও পাইনি খুঁজে
একাকীত্ব কেনো পত্র লেখে তোমারে

২০.
বাজারের চোতার সঙ্গে
হারিয়ে ফেলেছি
মন খারাপের দাবি
ভুল পথে হাঁটিস যদি
আমাকে তুই পাবি

২১.
যখন তুমি নিজের ভিতর স্বপ্ন নিয়ে খেলো
কেউ দেখে না কেউ দেখে না
দেখতে পেলে হত
একটি মানুষ ক্ষত
যাকে তুমি দেখিয়েছিলে মেরুন রঙের মন

২২.
অনেক বিলম্বে বৃষ্টি হয়েছিলো
অনেক উপেক্ষায়
পণ্যবাহী ট্রাকে উঠেছিল সে
তারপর আরো
বৃষ্টি, উপেক্ষা, পণ্যবাহী ট্রাক...
মানুষের অনুপস্থিতি
আমাদের শূন্যতা ভরে দিতে থাকে

২৩.
কোনো মানুষ গ্রামে থাকে
কোনো মানুষ অন্যত্র
তুমি থাকো কোথাও না
এ ককথা কেউ জানে না

২৪.
এখানে যে একদিন সে ছিলো
তার কোনো স্মৃতি নেই, প্রীতি নেই
তারে মনে রেখেছেন এমন কেউও নেই
যেমন বালুতে পড়লে
থাকে না চোখের জল

২৫.
আমরা বাড়ি বদলাই প্রয়োজনে
স্বপ্নও তাই
পার্থক্য শুধু
একটির মৃত্যু আছে আরেকটির নাই

২৬.
আষাঢ়ের প্রথম রাতে অধরে অধর রেখে
ভেবেছিলাম এখানে স্বপ্নের শুরু
আমি ছিলাম ঘাস, তুমি শিশিরবিন্দু
তার থেকে ছুটে গেছে রাতের পথ

আর ফেরেনি

২৭.
এখনো তোমার বিষণ্ন ছায়া
ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলে
মেলে ধরে ভ্রমের কৌটা
অধীর ঠোঁটের ঘ্রাণে ছোটাছুটি করি
টপটপ করে মাটিতে পড়ে অশ্রুফোঁটা

২৮.
তোমার বিদায় ফেরাতে পারবো না
পারিনি মেঘের স্তূপে লুকিয়ে রাখতেও
তবুও অসম্ভব সুন্দরের
পায়ে রাখলাম বিসর্জনের দাবি
এর থেকে মুক্তি নিও
নিও হারিয়ে যাওয়ার চাবি

২৯.
বাতাসে নড়ছে কড়ুইপাতা
আমিও না তুমিও না
ফাঁকায় বসা বিধাতা
খণ্ড করে ঝুড়িতে ভরলো
একটি দাবির বিহ্বলতা

৩০.
চড়ুই পাখিটা জানে
তোমার চোখের গহিন মানে
আমি হাত পেতে নিতে এসেছি
তার নির্জন ভাষা
না জানুক যিশু কিংবা যুদ্ধশিশু

৩১.
বিস্তর নীলিমা গেছে ভেসে
মাটির চঞ্চল বলকে
ছত্রে ছত্রে মনবদলের মায়া
মন্দ্র সন্ধ্যার মাঠ ছাড়িয়ে
নিয়ে গেছে ডেকে
কর্ষণের মতো মাদকীয় ছিলে তুমি
পাশেই পড়েছিলো গন্ধমের বাটি

৩২.
এড়িয়ে যাওয়া যায় শাপলা চত্বর
কিংবা রমনা পার্কের ফেরিওয়ালা

কিন্তু তোমার চোখের জ্যামিতি!

৩৩.
ঈশ্বর যদি থাকেন
তবে তিনি থাকুন
ঈশ্বর যদি না থাকেন
তবে তিনি না থাকুন
তুমি যে কোনো মহৎ গ্রন্থ না হয়ে
আমার পাশে বসেছো
এর চেয়ে বড়ো সত্য না থাকুক

৩৪.
রুবিনা ভাবি বলতেন— তুই একটা ফালতু বালিশ
মাথা রাখলে চুল পড়ে যাবে
হেমা কৈবর্তকে দেখলে আমার
মনে হতো ভুতের ভেঁপু
বাল্যকালে মনে এমন অনেক উপমা তৈরি হয়
এখন মনে হয় তোমাকে পাথর দিয়ে অমর করে গড়ি

৩৫.
তুমি যে ছিলে
এ কথা বলাও যায়, না বলাও যায়
তুমি যে নেই
এ কথা বলা যাচ্ছে না

৩৬.
মায়ের বিয়ের ফটো দেখিনি
ভুলে গেছি আমার খৎনা উৎসবে
কোরাসকণ্ঠী গায়িকাদের
মাঝেমধ্যে মনে পড়ে দীর্ঘদেহী তারা মামার কথা
গহিন রাতে তিনি *হক মাওলা* বলে ডেকে উঠতেন
ইতিমধ্যে জেনে গেছি—
স্মৃতির এই ধূসর বিপাকে
তোমার আমার বিয়ে বার্ষিকী পড়বে না

৩৭.
অন্ধ হলে অন্তর্জগৎ বেশি দেখা যায়
হারানো মানুষ দেখতে দরকার
ইচ্ছামৃত্যুর সুবর্ণ চটিজোড়া

৩৮.
ঝুম বৃষ্টি
যেনো দুই খণ্ড পাথরের গান
পশমে পশমে জেগে উঠছে
তোমার মিনার

৩৯.
কোনো কোনো মানুষ অনেক ফর্সা
কোনো কোনো মানুষ ফর্সা কম হয়
আরেক ধরনের মানুষ আছে—
যার সঙ্গে দেখা হলে কিছুই বলার নেই

৪০.
চোখ দেখেছি
চোখের ভিতর ইলিশ মাছ
তার ভিতরে জেলেপাড়া
সেই পাড়ার মেয়ে তুমি
মন থাকলেও থাকতে পারে।
বিশ্বব্যাংক যেনো দেখে না

৪১.
ঘুম আসছে না।
সিরাজ সিকদার জানতেন কি
শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার
আড়াইদশক পর
তরুণ কবি সফি সরকার
কবিতায় বলবেন—
সিরাজ সিকদার আমার পিতা!
যাই হোক,
তুমি রাজনীতি পছন্দ করো না
কিন্তু আমি যে একই এলবামে
রেখেছি সিরাজ সিকদার আর তোমার ছবি!
যাগ্গে সকাল হলে ভেবে দেখবো বিষয়টা।
তার আগে ভাববো
তুমি কেনো লালটিপ পড়ো

যার ফলে তোমাকে জোনাকি জোনাকি লাগে!

৪২.
তুমি গুচ্ছগ্রাম হয়ে গেছো
অন্যদিকে চুরি হয়ে গেছে
রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার
এতো যাই যাইয়ের মধ্যে
মাথায় যে পোকা ঢুকিয়ে গেলে
এ শালা তো যায় না!

৪৩.
তোমাকে হারিয়ে আমি
কখনো খুঁজতে যাবো না
কেননা
মনের মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না

৪৪.
পাখিটা উড়ে যায় এই বলে—
উড়তে তার ভালো লাগে
সৈয়দ হাসান বিপরীত
মহলে মিশে যায় এই বলে—
তার এখন চাকরি নাই
মৌসুমী ফ্ল্যাট থেকে খুব একটা
বের হয় না এই বলে—
ঢাকায় রাস্তা থেকে আকাশ দেখা যায় না
আমি তোমাকে নিয়ে
ভাবতে শুরু করছিলাম এই বলে—
মানুষ মরলেও ভাব মরে না

৪৫.
নির্জন আছে
নির্জন ছিল
মুদ্রার দুয়ার খুলে
বেরিয়ে গেছে একজন

৪৬.
সোনালী ধানের দেশ, পীর পয়গম্বর
গণনযন্ত্র গণিকার মন
অবিরল আগের মতোন
ব্যতিক্রম এই আলোর ক্রীড়া
ভাব ও বাস্তবের নির্মল ফাঁকায়
তোমাকে তীব্র দেখাচ্ছে স্বামীর টাকায়

৪৭.
মন দিয়েছিলে যারে, দাওনি চাবি
নিরব রোদনে ভেসে গেছে মনের দাবি
আগুনে আঙরা থাকে
পোড়নে থাকে না কিছুই
ঈশ্বর ছোঁয়ার মতো না ছুঁয়েও তোমাকে ছুঁই

৪৮.
আসমানে মানায় চানতারা
মাটিতে চে গুয়েভারা
মনের মানুষ মনেই থাকে
হারায় তার ছায়ারা

৪৯.
এখনো স্বপ্নের চৌরঙ্গীতে যাই
স্বাপ্নিকদের সঙ্গে ভাব জমে আর ভাঙে
তার চেয়ে বেশি ভাঙে স্বপ্নবাজদের খোসা
মানুষ ও প্রকৃতির কথা সাধ্যমতো ভাবি
চলে আপন স্বার্থ ও নিদ্রার যুক্তি
রিপুর যাতনা কিংবা ভ্রমে পড়ে
ঝরে গেছে অনেক কথার মোহর
পিঁপড়ের মতো স্মৃতি আসে স্মৃতি যায়
এ সবকিছু এড়িয়ে ঘুণাক্ষরে রচিত
হতে থাকে কোনো এক শূন্যতা
যা ঈশ্বর না জানলেও, কালো মেয়েটি জানে!

৫০.
চিঠি পাঠিয়েছে জনতা ব্যাংক ধর্মতলা শাখা
অনিয়মিত লেনদেনের ফলে বন্ধ হতে চলেছে
আমাদের যৌথ সঞ্চয় হিসাব।
কর্তৃপক্ষ আজও জানে না
আমরা এখন নিয়মিত করছি
নতুন দুটি ভিন্ন হিসাব।
যৌথ সঞ্চয় আসলে মনের ওপর
তেমন প্রভাব ফেলে না।
কথাটা প্রথম বয়সে বুঝা যায় না।

৫১.
আমাকে নদীতে ভাসিয়ে দিও না
আমাকে মাটিতে মিশিয়ে দিও না
আমাকে আগুনে পুড়িয়ে দিও না
কারাগারের লোহার দরজা বানিও
যার ভিতর দিয়ে মুক্ত হয়ে আসবে সে

৫২.
মাছরাঙার জানতে হয়
মাছের মতি
মাছের জানতে হয়
মাছরাঙার গতি
আমি জানতে চেয়েছিলাম
তোমার চুলের ঘ্রাণ
কেনো এতো টানে!

৫৩.
জলের বন্ধু মাছ
মানুষের যেমন কার্ল মার্কস
তুমি আমার কেউ না
স্বপ্নমুখরিত সার্কাস

৫৪.
মানুষ বিশ্বাস করতে চায়
মানুষ বিশ্বাস করতে না-ও পারে
মানুষ চাইলে অন্ধকারে
আগুনও লুকাতে পারে
পারে না বিশ্বাসের এক বালিশে
টানা ঘুমোতে।

৫৫.
পদ্মা তুমি
মেঘনা তবে কে
পুকুরের নির্জনতা ভেঙেছিলো যে!

৫৬.
সুঁই, সুতা, সেলাই
এ তিনে যা বলে
সকলেই তা বলবে
তুমি চলে গেলে

৫৭.
আমি কাতর নই
পাথরও নই
নই কোনো ইমাম সাহেবের আতরের শিশি
অশ্রু দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি
বাংলাদেশেরও বেশি

৫৮.
আট কুঠুরী নয় দরোজা দেহের ভিতর
মনে মুদ্রার খোঁচা মারে রিপুর ইতর
শান্তি কিংবা বস্তুর আছর কাকে নেবে জানি না
রূপনগরে মনের মানুষ মরতে পারে মানি না

৫৯.
মনোরমপুর স্কুল থেকে ফেরার পথে তেঁতুল গাছ
বসু কৈবর্তের কুনি জালে আটকেপড়া পুঁটিমাছ
চাইলেও আর দেখতে পাবো না
যেমন মেলার পুতুল নাচ
দেখলেও কি পাবো তোমার নাকফুলের অধিকার!

৬০.
একনদীর উজান ভাটি আওয়ামীলীগ আর বিএনপি
দুই মনের এক মানুষ কোথায় নেবে বিরতি?
পেতে পেতে হারিয়ে ফেললেন এনজিওআপা মলি-কাদি
নিজের সঙ্গে মনের কথা বলতে তুমি পারো কি?
জানতে চেয়ে চিঠি লেখে স্কুলমিস রিজিতা
মালির কাছে ফুল চেয়ো, ডিমের কাছে ছা

আগে বলতাম এখনো বলি দূরে যাবি, যা

৬১.
মেনে নিলে স্মৃতিবদল, মনখারাপের চুক্তি
কেউ পারে না, কেউ কারো নয় পুঁজিবাদী যুক্তি
ভুল না ভাঙলে ভেঙে যেতো কার্ল মার্কসের উক্তি
শ্রেণীদুঃখে উড়ছে এখন ষড়রিপুর মুক্তি

৬২.
তুমি চলে গেলে সঙ্গে যাবেন মওলানা ভাসানী
যিনি বঙ্গমনে ছড়িয়ে ছিলেন স্বপ্ন দেখার বাণী
কোম্পানিকাল গত হয়ে কর্পোরেটের আগুন
ঘরে ঘরে ছড়িয়েছে মনভাঙনের ফাগুন
তুমি গেলেও থেকে যাবে বসু মিত্রের গান
দেহতত্ত্ব, মরমীবাদ স্মৃতির তুফান

৬৩.
মানুষ যখন আয়না দেখে, দ্যাখে না তার ঘুম
হারানো মানুষ স্মৃতি দেখে, দ্যাখে মনের ধুম

৬৪.
প্রীতিলতা হতে গিয়ে
হয়ে গেছো স্মৃতিলতা
এতে আমি দোষ দেখি না
দেখি একটা ফটো—
দুটি মানুষ পাশাপাশি
একটি মানুষ একা
কোন্ মানুষটা
এখনো আছে
বলো দেখি সখা?

৬৫.
স্কুল আমাদের শেখায়
স্বপ্ন আমাদের দেখায়
সম্পর্ক আমাদের মনোত্তীর্ণ করে
যার গুড় তুলে নিলেও
বাতাসে মিঠা ভেসে বেড়ায়

৬৬.
নগরে নাকি মানুষ বেশি
আমিও তাই দেখলাম
সব মানুষই শান্তি খোঁজে
আমিও তাই খুঁজলাম
এ প্রসঙ্গে নম্বর পেতেন—
আমার রবীন্দ্রনাথ,
তোমার অন্যকিছু
আমি এখনো তাই বুঝি
তোমার কথা জানি না
তখন আমাদের সঙ্গে ছিল
একটা করে ছুরি

যা দিয়ে আমরা একটা আপেল
কেটে রক্ত বের করতে চেয়েছিলাম!

৬৭.
আজ রাত সবাই স্বপ্ন দেখবে
কারণ তুমি চলে যাচ্ছো

আমি দেখবো
বাতি নেভানোর পরও
ঘরে অনেক আলো!

৬৮.
হারাতে এসেছি আমি
হারতে আসিনি
ঘরে কে ঢুকেছিলো
কাউকে বলিনি

৬৯.
বাতাস ছুঁইলে কী হয়?
তুমি বলেছিলে আরাম
আমি বলেছিলাম কিছু না

আমরা তখন জানতাম না
এ কথাটাও বাতাসে থেকে যাবে

৭০.
রক্ত, রূহ, ত্বক
জানতে চেয়েও পারেনি
তুমি কে ছিলে
একদিন পদ্মার ইলিশ তার রূপা ছড়িয়ে এসে বলে গেছে
তুমি কেউ না

৭১.
আষাঢ়ে বৃষ্টি হবে
এর জন্য না লাগবে দার্শনিক, না কবি।
একজনতো লাগবে
যে জানালায় বসে আনমনে বৃষ্টিতে হাত ভেজাবে!

৭২.
কি দোস্ত,
গণতন্ত্র আছে?
- নাই
গণতন্ত্র ছিলো?
- দেখলাম না তো
গণতন্ত্র আসবে?
- বলা কঠিন
মহিমা চৌধুরীর মনের চেয়েও!

৭৩.
বৃষ্টিদিনে তোমাকে মনে রাখবো না
মনকেই পাঠিয়ে দেবো তোমার বাড়ি
তোমার ঘ্রাণের ভিতর বাতাস হয়ে
মানুষের সঙ্গে ছিন্ন করবো সব যোগাযোগ

৭৪.
কোথায় থাকো না তুমি?
- সবখানে
তবে কোথায় থাকো?
- সেইখানটাই তুমি হারিয়ে ফেলেছো

৭৫.
মানুষ না হলে তুমি কী হতে?
- বাতাস
বাতাস না হলে?
- অন্ধকার
কেনো?
অন্তত ঘুমানোর আগে যাতে তোমার দরকার হয়

৭৬.
কি মামা,
মাথার ভিতরে মিসকল মারে কে?
একটু পরপর মনে পড়ে যে!

৭৭.
আলো নিভিয়ে ঘুমাই
না নেভালেও হয়
এখানে আলো অন্ধকার
সমান কথা হলেও
সবখানে নয়
যেমন তুমি এখানে ছিলে মনের মানুষ
ওখানে ঘরের।

৭৮.
তোমার কোনো স্মৃতিই রাখবো না
স্মৃতিতে তুমি নেই
আছো বিস্মৃতিতে
যেখানে সব স্মৃতি জীবন পায়

৭৯.
বেদনা নাই
উঠে গেছে নারকেল গাছে
যার তাৎপর্য ছড়িয়ে গেছে পাগলে

৮০.
টিকেট চেকার হলে জানতে পারতাম
কোন্ মানুষ কোথায় যায়
হাত দেখতে পারলেও মন্দ হতো না
নিজের ভাগ্য জানার আগ্রহ থাকতো না
কিছু না হয়েও একপ্রকার আছি
যেমন তুমি না থেকেও
খেলছো কানামাছি

৮১.
পুলিশ চোর ধরে
চোরে ধরে সম্পদ
সম্পদে ধরা থাকে
না পাওয়ার ক্রোধ
আসলে অসুখটা কোথায়!
তুমি বলেছিলে পাওয়া-না পাওয়ায়
এখনো কি তাই মানো!

৮২.
ছিলাম একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ
যেমন তুমি বিএনপি আমি আওয়ামীলীগ
মুদ্রা হারানোর পর বুঝতে পারলাম
মুদ্রায় ঐক্যের সঙ্গেই থাকে বিপরীত

৮৩.
ক্ষুধার মধ্যে ক্ষুধিতের দৃষ্টিভঙি থাকে না
যেমন বকুল পেলে ঘ্রাণ পাওয়া যায়
এ কথা মানুষ জানে, জানে সৃষ্টিকর্তাও
সম্পর্কে স্বপ্ন থাকলেও
ভাঙনে তার প্রভাব থাকে না

এ কথা জানে শুধু নিঃসঙ্গ মানুষ

৮৪.
দৃশ্য থেকে দৃশ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি যাকে
স্বপ্নের নিঃশর্ত পলকে
খুঁজতে আসবো না তাকে স্মৃতির ফলকে
দানের অহংকার কিংবা ঋণের করুণা দিয়ে
মুছতে পারবো না
আমারই অতীত— গ্রীষ্ম বর্ষা শীত

পারলে ভুলে যেও
না পারলে তুলে দিও শিশুদের স্কুলভ্যানে

৮৫.
মাকে বলেছিলাম— পাইয়ে দেবো
গোল পৃথিবীতে সবচেয়ে দূরে যাওয়াতো
নিজের কাছে যাওয়া
গতি ও যতির হাটে
তুমি পেয়েছো যারে, সে পায়নি তোমারে
আমি পেয়েছি তারে
অন্ধ যেমন পায় অন্ধকার

৮৬.
দিনের শেষে রাত হবে
এ কথা বলতে পারাটা অভ্যাসের ব্যাপার
না বলতে পারাটাও তাই
অনিশ্চিত থাকাটাই সংস্কৃতি

যা তুমি এড়িয়ে গেছো

৮৭.
তারার পাশে তারাই থাকে
অপূর্ব আছো তুমি আর সে
জমিনে থেকে তাকাবার
আমি আসলে কে!

৮৮.
সাদাকালোর ফাঁকে
আমার মন থাকে
তার ভিতর
তোমার খেলনাপাতি

৮৯.
কার জল কে সিঞ্চন করে ভুল শস্যের তিমিরে
কে খুঁজে ফিরে তারে দুনিয়ার শরণার্থী শিবিরে
যুক্তি তর্ক সকল অভিজ্ঞানে নিয়তির শেষে
বিপণ্ন ঘোর সংশয়ী হরিণীর গন্ধে মেশে
আপন মাংসের ভিতর রাখে লোহার ক্রন্দন
আমরা খুঁজে পাবো কি সেই লুকানো নন্দন!

৯০.
অখিলের ডুবুচরে আটকেপড়া মীন
রূপালী শরীর থেকে হারায় সুদিন
নদীর কাছাকাছি নিরন্তর জলে বাঁধা
তার অনাড়ম্বর রোদনের ধাঁধা
তুমিও না আমিও না
স্বয়ং ঈশ্বরই ভাঙতে পারেন না

৯১.
রাত করে বাড়ি ফিরি
রাত আমার কেউ না
যে বাড়িতে ফিরি
সেখানেও সে নাই
তাহলে কেনো ফিরি!

বাড়িতে আমি ঘুমাই
ঘুমের স্বাধীনতায়
মাঝেমধ্যে তাকে পাওয়া যায়

৯২.
অন্ধ না হয়েও জীবনানন্দ দাশ
অন্ধকার দেখতেন
সে রকম আমি পারি না
পারলে, অন্ধকারে কে নেই
সেটি দেখতে পেতাম

৯৩.
যদি ভূত দেখে থাকো
আমাকেও দেখবে ভুতুরে অন্ধকারে

৯৪.
আমাদের মফস্বল থেকে
ট্রেন ছেড়ে যায় ঢাকা
অনেক দেখেছি
কী করে ঘুরে ট্রেনের চাকা
মানুষও ঘুরতে ঘুরতে
কোথাও পৌঁছে যায়
ট্রেন লোহার উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়
মানুষ ট্রেনের পেটের ভিতর ব'সে
পুরনো অনেক কাগজ ছিঁড়ে, মুচড়ে
জানালা দিয়ে ফেলতে ফেলতে যায়

৯৫.
মিনার হলে
স্বপ্নের মৃত্যু হয়
স্বপ্নের মৃত্যু হলে
কিছুই হয় না
এ জন্যই তোমার ঠিকানায় চিঠিগুলো পৌঁছে না

৯৬.
আমার স্বপ্নের রঙ বোতলগ্রীন
- কেনো?
এ রঙ তোমার পছন্দের তালিকায় নেই বলে

৯৭.
চোখ না রূপকথা
বোঝা যায় না
- ঈশ্বরের হালখাতা?
- তাও না
- তবে কী?
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা!

৯৮.
ঘুম থেকে উঠে বুঝতে পারবে
রাতে বৃষ্টি হয়েছিলো
ঘড়ির কাঁটা দেখে বলতে পারবে
এখন ক'টা বাজে
কী করে বুঝবে
অপেক্ষার পর কেউ চোখ মুছে ফিরে গেছে!

৯৯.
আমার কোনো রাষ্ট্র নেই
গ্রাম আছে
আমার কোনো মতবাদ নেই
আত্মা আছে
সেখানে তোমার চুল পাওয়া যাবে।

১০০.
উৎসবের মানুষ আলোভরপুর
উৎসের মানুষ স্বপ্নবর্তী
মনের মানুষ ঝাঁপসা থাকে

১০১.
মানুষের জন্য আমার কোনো মতবাদ নাই
উদ্ভিদের জন্য আছে আকুতি
স্বপ্নের জন্য কিছু না
তোমার জন্য রেখে গেলাম নিঃশর্ত বিছানা

১০২.
প্রতিদিন তোমার স্নানঘরে
দেহের সঙ্গে জল মিশে
গড়িয়ে যায় কোথায়!
তারপর জল আর দেহ
কেউই চিঠি লেখে না

১০৩.
তুমি থাকলে ডালে ডালে
তুমিই থাকো পাতায়
এ কথা লেখা থাকবে না
কোনো ঝরাপাতায়
মনেও থাকবে না
বর্ষায় হেঁটেছিলাম
একই বৃষ্টিরোধক ছাতায়

১০৪.
বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখলেও
বাঁচবে না রক্তের নাদ
যেখানে উঠেছে সংশয়ের চাঁদ
স্বতন্ত্র দেহের আগুনে
পুড়ছে বাতাসের ফাঁদ
মনেও নেই মনান্তরেও নেই
ইচ্ছাশিল্পের সুপ্রবাদ

১০৫.
সরকারি স্কুলের উল্টোদিকে কৃষ্ণচূড়া ফুটে আছে
আমি সরকার হলে তার সঙ্গেই তোমার বিয়ে দিতাম
সরকার না হয়ে গাছতলা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি

১০৬.
মরা মাছে তার জীবনের নকশা থাকে না
থাকে না জলের ঐতিহ্যও
তবুও মাছ জলে ছিলো
এ নিয়ে আমাদের সংশয় থাকে না
আমি মরে গেলেও আমার দেহে
পাওয়া যাবে না তোমার কাঁটা কিংবা চুম্বন

১০৭.
হালের বলদ থামিয়ে
বরইতলার ছায়ায়
তামাক নিয়ে বসতেন ছোটমামা
আমি সে হাল এগিয়ে নেইনি
দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছি বিরতি
মনে হয় তোমার স্বপ্নবিরতি দেখাও
আমার সেই রীতি!

১০৮.
তুমি যখন শত্রুপাড়ার ভাবি
আমার কাছে আগের মতোই
একদফার দাবি
ভুল ভেঙে পেতে পারো সত্য
সত্য আর মিথ্যা কোনোটাই
কাটলে রক্ত বের হবে না

১০৯.
আপন ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধে জিততে পারে কে?
- শয়তান
আরো একজন পারে
যে স্মৃতি উজার করতে কবিরাজবাড়ি যায়

১১০.
আগুন দেখলেও
পোড়ন দেখা যায় না
তার জন্য পুড়তে হয়
পুড়ে গেলে হয় ছাই
সেখানেও পোড়ন নাই
তুমি যেমন থেকেও
কোথাও নাই

১১১.
পূবাঞ্চল থেকে শহরে এসেছি
দিনখাটা মজুর
বায়ান্ন বাজার তিপান্ন গলি
সাত সমুদ্দুর
মজুরির দরে কিনে ফেলেছি
তোমার ভাঙচুর

১১২.
ঘুণাক্ষরে এসে
ঘুণাক্ষরে গেছো
রিপু যেমন যায় মৃতের রক্ত ছেড়ে

১১৩.
অনেক রকম পাগল আছে
আমিও এক প্রকার
মুঠের ভিতর আগুন রেখে
খুঁজেছি তার দিদার

১১৪.
সরবে রটিয়ে দাও
আগুনে পুড়েছে সীমা কিংবা সন্ধিক্ষণ
পুড়েছে তোমার বিয়ের আতসবাজি

ফেলে আসা শীতের মিলন পুড়তে হয়নি রাজি

১১৫.
সুবর্ণ মাশুল দিয়ে ধরেছি পিতলের মেয়ে
বিস্মরণ খেলেছে সে রক্তে সোডা ছড়িয়ে
তার জন্য কোনো অর্থপূর্ণ উপদেশ নেই
যদিও সঙ্গী করেছে সে অর্থ উপদেষ্টাকেই

কিছু সময় কেটে গেছে খেলনার বনে

১১৬.
বাইবে মেঘ ভিতরে সুলতানা
কেউ আমাকে ভুলতে পারে না
আমি ভুলে গেছি
বৈয়াম বৈয়াম নারীভাবনা

১১৭.
যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিলো
যাদের চুলে বাঁশপাতার গন্ধ ছিলো
যারা সাপ মেরে পাপ করেনি

তারা ছুরি কিনে থিয়েটারে গ্যাছে
আমি কিচ্ছু বলিনি

১১৮.
মূলত বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর আমাদের দেখা
হয়েছিলো
যদিও আমরা ইঞ্জিন ছিলাম না; ছিলাম মন নামক কুহকের চর
এ কথা পুস্তক থেকে জানবে তোমার সন্তান আরও কিছুটা পর
ততদিনে আমি ছড়িয়ে পড়বো বাষ্পে, তুমি কীটদষ্ট ইঞ্জিনে
এ কথা রটে গেছে বাতাসে পিরিতির বাণিজ্যবিধুরদিনে

১১৯.
ছুঁই লোটা বালিশ, ধ্যাৎ, ধুত্তুরি
সবখানে আছো যা যদ্দুরই
কোথাও নাই ঠিক তদ্দুরই

১২০.
আমি সন্ধ্যায় বাঁচবো
রাতেও বাঁচবো
আমি চিরদিন বেঁচে থাকবো না

তোমার মধ্যে কোনোদিনই না

১২১.
সাত বছর বয়েসে কফিন তৈরি হয়েছিলো
আন্তোনিও গ্রামসির জন্য যেমনি
তেইশ বছর বয়সে সে কফিনের সামনে
দাঁড়িয়ে দৈহিক কুঁজো হওয়ার
গল্পটি বলেছিলেন তেমনি
তিনি কি বলতে পেরেছিলেন
আমার মধ্যে তোমার হেজিমনি!

১২২.
ফুলটোকা খেলায় অন্ধকার দেখে
প্রতিপক্ষের নাম বলতে পারতাম
কখনো ঠিক কখনো বেঠিক
আলোর বেদিতে বসেও
তোমাকে বলতে পারিনি
হাত ধরলেই
ধরা পড়ে না মানুষের বেসিক

১২৩.
অদ্ভুত তুমি, অদ্ভুত!
আরো অদ্ভুত আমি
কী করে দুজনে
দেখেছিলাম একই ভূত!

১২৪.
কেনো মরতে চাই না
এ কথা বলেছি বারবার
কেনো মরতে চাই
এ কথাও বলা হয়ে গেছে কয়েকবার
কেনো জন্মেছিলাম
এ কথার মানে নিয়ে তোমার স্কুলের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম

সেদিন তুমি স্কুলেই যাওনি

১২৫.
বালকবেলা সাদা বকের পিছু নিয়ে
কিছুদূর পর খেই হারিয়ে ফেলি
যৌবনে এসে হারাই অনেক কিছুই
কিন্তু তার মতো ক্ষত নাই
যে আমাকে শয়তানের হাড্ডি বলে গেছে
১৩০.
মানুষের পাশ ঘেঁষবো না
কারণ সবাই আমার চেয়ে বড়ো
ঈশ্বরের কথা বলবো না
কারণ তিনি মন বুঝেন না

১২৬.
ব্যাটে-বলে হলেই জীবন বলা যায় না
বলা যেতে পারে জীবনের আবদার
পেয়ে গেলে যা মরে যায় সবার

১২৭.
থামতে জানাও একটি জানা
কেউ জানে কেউ না
তুমি তার কোনোটায়ই পড়ো না
এ জন্য আমার ধ্যান ভাঙে না

১২৮.
তুমি যখন জিতে নিয়েছো মঞ্চ
আমি তখন গাঙের পাড়ে উদ্ভিদ
কঠিন ধাতুতে গড়া
তোমার আক্রোশের ভিত

আমার দাঁতের নিচে কড়মড় করে

১২৯.
আমার সন্তানের ঠিকানায়
চিঠি লিখে জানতে চেয়েছো
আমি আগের মতোই রাত জাগি কিনা
তার পরের লাইন কেটে দিয়ে
তার পরের লাইনে লিখেছো
কোনো উদ্দেশ্য নেই
নিছক কৌতূহলে জানতে চাওয়া

যেভাবে আমি পিতা তুমি হাওয়া!

১৩০.
এই জেলা শহরের
প্রায় সব রাস্তা আমরা হেঁটেছি
প্রায় সব চায়ের দোকানে বসেছি
এখন অন্য কেউ হাঁটছে, বসছে
এক সময় তারাও গ্রহণলাগা চাঁদের
পেছনের টিকেট কাটবে
এই জেলা শহর ধুঁকবে পুরনো মুদ্রার ভারে
যা আমরা খরচ করেছিলাম

১৩১.
এমন মানুষ আছে— যাদের কেউ নেই
আমি তাদের মতো না
এমন মানুষ আছে- যাদের অনেকে আছে
আমি তাদের মতো না
আমি একটা পোস্ট অফিস
অনেক খবর আসে, অনেক খবর যায়
ঠিকানা ভুল হলে ফেরত যায়

ভুল-করা ফেরত আসে না

১৩২.
আগুনের মাদুলি কিনতে গিয়েছিলাম টেকেরহাটে
ফিরতে ফিরতে বেলা পড়লো
মাদুলির আগুন আলো হয়ে বিঁধলো চোখে
তারপর থেকে
যার জন্য মাদুলি
খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাকে
আগুনের মাদুলি এখন চোখেই বিঁধে থাকে

১৩৩.
রহিমুদ্দি কি ভাইবছো কখনো পিরিতি কী?
- হ্যাঁ, ভাইবাছি
ভাইবা কী পাইলা কওছাইন!
- না কমু না
ক্যান্ কইবা না?
ইডা কওনের জিনিস না

১৩৪.
দরাজ গলায় গান গাইতো
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বসিরুদ্দি
তুমি তার ভক্ত ছিলে
বসিরুদ্দি এখন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের শুভেচ্ছাদূত
তার মাল্টিন্যাশনাল স্পন্সর
তোমাকে বলেছিলো—
তেঁতুলের বিচি বিক্রি করেও সংসার চালানো যায়
আর মন বিক্রি করলে
চালানো যায় জীবনের বালুগাড়ি
তারপর থেকে তোমার সঙ্গে দেখাই হয় না

১৩৫.
লিপি বিশ্বাস,
আমি কিন্তু দয়ালের কাছে
নারীলোকের আতর চাইনি
তবে কেনো
সমস্ত পরিসংখ্যান ভিজা ভিজা লাগে
তার বিষ্ঠায়!

১৩৬.
সম্পর্কে ঝুঁকি পঞ্চাশ পঞ্চাশ
স্বপ্নে পুরোটাই
মানুষ হারানোয় ঝুঁকি নাই
শুধু চোখ মুছে হেঁটে যাওয়া চাই

১৩৭.
আমি কী চাইতাম?
- হাত ধরতে
তুমি কী চাইতে?
- কিছু না
আমরা দুজনে মিলে কী চাইতাম?
- শূন্য হাত

১৩৮.
ধর্মের বিচারে সুদিনে আছো
অধর্মেও তাই
মনের বিচারে
চলো একটু পেছনে ফিরে যাই

১৩৯.
আমি জাতিতে ছোটলোক
একবারই গিলেছি ঢোক
বমি করে হারাবো না
তার বিমল শোক

১৪০.
সম্পর্ক আমপাতা হলে
তুমিও আমপাতা
সম্পর্ক ঘূর্ণিহাওয়া হলে
তুমিও তাই
যদিও আমি হারাই নাই

১৪১.
মশা মারতে আমার কামানই লাগবে
হাতে মারলে রক্ত লেগে থাকবে
রক্তাক্ত হাতে কাঁশফুল দেয়া যায় না
এ কথা বলতেন বিজন দাস
লোকটা ছিলো বাস্তবের মতো বদমাশ!

১৪২.
কথা ছিলো পঞ্চবটীর মেলায় যাবো
যাওয়া হয়নি
কথা ছিলো অদরকারে একদিন
গুলিস্তান থেকে পুরনো ঢাকার দিকে হেঁটে যাবো
যাওয়া হয়নি

কথা না থাকলেও
এখন আর একা একা
রফিকের রঙ-চা খেতে যাওয়া হয় না

১৪৩.
আধুনিক মানুষের প্রেম হয় না, হয় চুক্তি
এসএমএসে লিখেছিলো বগুড়ার সুপ্তি

এরপর আর কথা হয়নি

১৪৪.
হাওয়া আসে হাওয়া যায়
নির্জনে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে কার মুখ
সে কথা কেউ না বলুক

১৪৫.
সুখবাসপুর দিঘিতে
এখন আর পাখি আসে না
তবুও আমাকে যেতেই হয়

যদি দেখা হয়ে যায়
তার কথাই বলবো

১৪৬.
হারাইনি কিছুই
শুধু ঘুমের মধ্যে কানে বাজে
কে যেনো যায়
কিন্তু স্বপ্ন যায় না

১৪৭.
কারো দূরে যাওয়াতো
কারো কাছেও যাওয়া
শেষ বিচারে
মনের মানুষ ঘূর্ণিহাওয়া

১৪৮.
আমি ফিরে যাই
আমি ফিরে আসি
নিজের আরো কাছাকাছি
রক্ত পুরনো হয়
স্মৃতি মলিন হয়
কারো ছোঁয়া ছাড়াও বাঁচি

১৪৯.
যখন সবকিছু দূরে সরে যায়
ধীরে ধীরে নিকটে আসে শূন্যতা
পেছনে তাকিয়ে দেখি কিছুই না
তারে ধরে রেখেছে মাঘের জ্যোৎস্না

১৫০.
বহু বছর যারা ভেবেছে স্রোতের বিপরীতে
তাদের অনেকেই চুপসে গেছে এবারের শীতে

এ দৃশ্য লুকিয়ে দেখার আমি কে!

১৫১.
হেঁটে এসেছি অনেকটা পথ
শুনেছি বহুমত
এখন সোনালী প্রস্থান চাই
তারপর মন্দিরা বাজাবো
হারানো দিনের গানে

১৫২.
সব তারায়ই আলো নেই
আলোর স্মৃতিটা কেবল দেখি
আমরা যেমন ছিলাম মধ্যবিত্ত ঢেঁকি
অনেক ওঠা-নামার পর
শব্দ করে পড়ে গেছি
নো-ম্যানস ল্যান্ডে

তার থেকে আর শব্দ বের হয়নি

১৫৩.
বলো ছায়ার পাখি
বলো আমার সহিষ্ণু আঁখি
কেনো মানুষ মরলে শোক করে?

তার ভিতরেও মরণ নড়ে!

১৫৪.
পাহাড় দেখতে দেখতে
আমরা পাহাড়ে উঠেছিলাম
মানুষ দেখতে দেখতে পারিনি

পথ দেখতে দেখতে
অনেক কিছু দেখি
অন্ধকার দেখা ছাড়িনি

১৫৫.
বালকবেলা দেখা যাত্রাদলের মেয়ে রত্না
দিনে তারে কেউ দেখতো না
মঞ্চ মাতানোর সময় তার তুলনা হয় না

কত মানুষের আকাঙ্খা এক মাথায় নিয়ে
সে দিনে ঘুমায়

তারে কি কেউ পায়?
নাকি সে আপন গহনে একলা কথা কয়!

১৫৬.
স্বপ্নের টিকেটে অনেক দূর যাওয়া যায়
যেভাবে যাওয়া যায়
সেভাবে ফেরা যায় না
তবুও কেউ ফেরে
কাঁটা কিংবা মুদ্রার ঘেরে

১৫৭.
এপারে সংশয়
ওপারে বিলাসপুর
আমরা যাবো
তারও অনেক দূর
পথে পথে মিঠা বাতাসার ঝোঁপ
শিয়াল বাগডাশের ফন্দি
ঘুম ভাঙলে দেখি
নিজের মনেই বন্দি

১৫৮.
ভিক্ষুকের থালায় পয়সা দিলে
নিজেকে রাজা রাজা লাগে
এমনটাই লাগতো
প্রথম চিঠি দেয়ার আগে

১৫৯.
যাই যাই করে যাওয়া হলো না
মায়াডোরে বাঁধা পবনের জীবন
গেলেও হয়তো ফেরা হয় না
জড়িয়ে যায় তোমার নীল রিবন

১৬০.
দুশমনের ছায়া গোলাপী
বন্ধুর নীল
এভাবেই হয়েছিলো
তোমাদের মিল

আমি এখনো কালো তাড়া করে ফিরি

১৬১.
বাগডাশের সঙ্গে দেখা হলে বলি
আমার ডিমপাড়া শেষ
সেও শুনে খুব আগ্রহ দেখায়

একটু দূরে গেলেই সব ভুলে যায়

১৬২.
দৈনিক পত্রিকা খুলে
ক্রস ফায়ারে বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পড়ি
তারপর গ্লাস ভরে জল পান করি

অপেক্ষা করতে থাকি
আমার মৃত্যু সংবাদ কবে ছাপা হয়ে আসবে?

সে আর আসে না

১৬৩.
বার্তা পেলে নাকি
হাতের স্পর্শ পাওয়া যায়!
আমি মানুষ পেয়েও
স্পর্শ পাইনি

১৬৪.
সকলেই মধু পায় না
মৌমাছি পায়
পেয়েও তার অধিকার হারায়
সমঝদার আর দখলদারে তফাত থাকে না

আর এর নাম হয় সভ্যতা!

১৬৫.
মাঝি থাকলে, নৌকা নেই
নৌকা থাকলে, মানুষ নেই
আর মানুষ থাকলে
বৃষ্টিতে ভিজে হেঁটে যাওয়া যায়

১৬৬.
কতবার রঙ বদল করে
তোমরা হলদেটে হয়েছো
আমি সব জানি।
আমি এও জানি
পাঠশালায় আগুন লাগলে
তুমি দম বন্ধ করে দৌড় দিয়েছিলে

১৬৭.
ধাতুর মানুষ গোপনে কাঁদে
অন্য মানুষও পারে
মনের মানুষ তাঁতের মতো
আসা-যাওয়া করে